বঙ্গের পীর, মুর্সিদ, সাহ, সুফী হাজী মাওলানা হজরত
আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেবের

ফুরফুরার

"ইছালে-ছওয়াব"

দর্শন।

"কারবালা কাব্য" ও "ভারতের যুবরাজ"
লেখক—

আবদুলবারি

প্রণীত।

৮।

প্রথম সংস্করণ।

সুজাপুর ইসলামিয়া লাইব্রেরী হইতে
কাজী সেরাজলহক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
পোঃ রাজগঞ্জ, নোয়াখালী।

মূল্য ।০ চারি আনা!

বঙ্গের পীর, মুর্সিদ, সাহ, সুফী হাজী মাওলানা হজরত

আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেবের

ফুরফুরার

"ইছালে-ছওয়াব"

দর্শন।

"কারবালা কাব্য" ও "ভারতের যুবরাজ"

লেখক—

আবদুলবারি

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

সুজাপুর ইসলামিয়া লাইব্রেরী হইতে

কাজী সেরাজলহক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পোঃ রাজগঞ্জ, নোয়াখালী।

মূল্য ।০ চারি আনা!

নোয়াখালী—মিল-প্রেসে
শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

পীর, সাহ, সুফী, হজরত মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিকী

ছাহেবের করকমলে—

কে তুমি হে বঙ্গভূমে
মহা মানবের বেশে
তরিতে মোস্লেমগণে
এসেছ হে এই দেশে ?
লইয়ে বিপুল শক্তি
ধর্ম্মভাব নানাজ্ঞান
কে তুমি অনন্য কর্ম্মী
লভিলে গৌরব স্থান ?
লভি রছুলের "দোয়া"
চারি আছহাবের তাঁর
এলে দিগ্বিজয়ীরূপে
কে আর এমন আর ?
হেন নিরলোভ ত্যাগী,
ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ প্রাণ !
ইচ্ছা বশে দীন বেশ
হে খোদার মহাদান !

মোস্লেম সমাজে তুমি
গৌরব কৌস্তুভ মণি,
পীর কুল ধুরন্ধর
অধ্যাত্ম গুণের খনি !
তুমি ধন্য তুমি গণ্য
মান্য তুমি প্রতি কাজে
তুমিই প্রকৃত পীর
শত ধন্য বঙ্গ মাঝে !
কিসের অভাব তব
ষড়ৈশ্চর্য্য সব আছে
কি আছে ? কি লয়ে বল
দাঁড়াবহে তব কাছে
লও ধর দীন দত্ত
ক্ষুদ্র গ্রন্থ উপহার
দয়া ক'রে লও পীর
কি আছে আমার আর

আবদুলবারি
নোয়াখালী।

প্রকাশকের নিবেদন—

ফুরফুরার দেশমান্য ও ভারত বিখ্যাত পীর, সাহ সুফী মাওলানা হজরত, হাজী, আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেবের "ইছালে ছওয়াব" নামক মহা মজলিসের ও উক্ত মহা মাননীয় পীর ছাহেব কেবলার সম্বন্ধে চাক্ষুষ ও মনোজ্ঞ নানা মন্তব্য সম্বলিত এই ফুরফুরার "ইছালে ছওয়াব" দর্শন, নামক পুস্তক খানা প্রকাশিত হইল। নোয়াখালী জিলার বিখ্যাত বক্তা ও অন্যতম সুলেখক এবং কারবালা কাব্য ও "ভারতে যুবরাজের গ্রন্থকার কবি, মুন্সী আবদুলবারি ছাহেব নিজ চক্ষে ঘটনা স্থান ও পীর ছাহেবের নানা কাজ কর্ম্ম দর্শন করিয়া বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ ও স্বাধীন চিন্তার সহিত, প্রাঞ্জল ও সুমধুর বঙ্গভাষায় কোন সংবাদ পত্র কি মাসিক কাগজে প্রকাশিত করিবার জন্যই, এই সুমধুর ভ্রমণ বৃত্তান্তটা লিখিয়াছিলেন। পরে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় ও অনেক পাঠ-লোলুপ অভিজ্ঞ বন্ধু বান্ধবের বিশেষ আগ্রহে, তিনি ইহা পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্য অনুমতি দেওয়ায়, আমরা এই কাজে ব্রতী হইয়াছি। কোন বিশেষ কারণে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুস্তক খানা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করার আবশ্যক হওয়ায় শত ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহাকে সর্বদিক দিয়া নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারা যায় নাই। ভবিষ্যতের জন্যই সে ইচ্ছা রহিল। পরিশেষে আমরা নানা ভুল ত্রুটীর জন্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ইতি—

সুজাপুর ইসলামীয়া লাইব্রেরী. ১৩৩০ সন।	বিনীত— **কাজী ছেরাজল হক** পোঃ রাজগঞ্জ, নোয়াখালী।

ইছালে-ছওয়াব।

প্রথম অধ্যায়।

ফুরফুরা হুগলী জিলার একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। কিন্তু সামান্য পাড়া হইলেও এই স্থান এখন সন্তান-গৌরবে দেশ বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। আজ ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গভূমির অনেকেই এই সুপ্রসিদ্ধ স্থানের নাম জানেন ও ইহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় মোসলেম আলেম সমাজের অন্যতম রত্ন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পীর কুলাগ্রগণ্য, সাহ, সুফী, মাওলানা হজরত আবুবকর ছাহেবকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভাগ্যবতী ফুরফুরা আজ দেশে সমাদৃতা ও গৌরবময়ী! আমরা এবার সৌভাগ্য বশতঃ এই বিখ্যাত স্থান দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া উপকৃত ও কৃতার্থ হইয়াছি।

অনেক দিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি প্রতি বৎসর ফাল্গুনের শেষভাগে উক্ত ফুরফুরায় পীর ছাহেবের বাড়ীতে, চারি, পাঁচ দিন ব্যাপিয়া, একটী প্রকাণ্ড সম্মিলনী বসিয়া থাকে। কেহ কেহ এই জনতাকে উর্স বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। কোন পরলোক গত মহাত্মার সম্মানার্থে কি তাঁহার পারলৌকিক আত্মার মঙ্গল

কামনার জন্য, ঐ মহাপুরুষের জন্ম অথবা মৃত্যুর তারিখে, কি অন্য কোন বিশেষ স্মরণীয় সময়ে, উক্ত নগা মানবের সমাধি স্থানে কি জন্ম ভূমিতে, প্রতি বৎসর ঐরূপ বিরাট জনতা বসিলে তাহাকেই উর্স বলা যায়। যেমন ভারত বিখ্যাত ও পবিত্র-ভূমি, আজমীর শরীফে, পীর হজরত খাজা মঈন উদ্দিন চিস্তী মহরম ছাহেবের স্মরণার্থ ও রঙ্গপুরে, পীর হজরত মাওলানা কেরামত আলী মরহুম ছাহেবের ও চট্টগ্রামে পীর মৌলবী আহাম্মদ উল্লা মরহুম ছাহেবের স্মৃতি সম্মানে, প্রতি বৎসর যে জন সমারোহ ঘটিয়া থাকে, তাহা উর্স নামে অভিহিত। সুবিশাল ও দূর প্রসারিত মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, এমন কি আমাদের বঙ্গদেশেরও নানান জায়গায়, নানা মৃত দরবেশ, বোজর্গ, পীরগণের স্মরণার্থ, প্রতি বৎসর এইরূপ নানা জন সমারোহ ঘটিয়া থাকে। তাহা স্থান বিশেষে উর্স, দরগা, মেলা, বাজার ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আমাদের এই নোয়াখালী জেলাতেও হুদমুখা, বরৈতলা, লক্ষ্মী-নারায়ণপুর, ঠাণ্ডাখালী প্রভৃতি জায়গায় ১লা মাঘে, কি তৎপর ২।৩ দিন ধরিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে যে জনতা বসিতেছে উহা এদেশে "দরগা" নামে অভিহিত হয়। নানা ক্ষতির আশঙ্কা উল্লেখ করিয়া, অনেক আলেম উক্ত সম্মিলনীতে যোগদানের বিরুদ্ধে খুব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পরলোক গত মহাত্মা গণের প্রতি মানুষের এতটা শ্রদ্ধার ভাব আছে যে, কোন প্রকার

জনতা বসিতেছে। যদি বাস্তবিক ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষতি জনক কোন কাজ না হয় তবে উহাতে যোগদান করিলে খুব উপকার আছে সন্দেহ নাই। কারণ উহা দ্বারা সভ্যতা সুনীতি, শিক্ষা, ধর্ম্মভাব ও ভালবাসা বিনিময়ের বিশেষ সহায়তা হয়। বিরাট জনতার সহায়তা গ্রহণ করিয়াইত ইসলাম ধর্ম্ম, জগতে প্রচারিত, পরিপুষ্ট ও দূর বিস্তারিত হইয়াছে। শান্তিময় ও সদুদ্দেশ্যে সম্মিলিত জনতাগুলি এখনও এবং চির-কালই, সভ্যতা ও নানারূপ জ্ঞান প্রচারের উৎকৃষ্ট সোপান স্বরূপ। দূরে থাকিয়া নির্দ্দোষ জনতা মাত্রেরই বিরুদ্ধে মত প্রচার ও পোষণ করা সঙ্গত নয়।

প্রস্তাবিত ফুরফুরায় প্রতি বৎসর বসন্তকালে যে বিশাল জনতা বসিয়া থাকে, উহা জীবিত ব্যক্তিরই সম্মানে, কোন মৃত মহাপুরুষের স্মরণার্থ নহে, অতএব তাহা উর্স নয়। উহা ফুরফুরার জীবিত পীর ছাহেবের মুরীদ ও গুণানুরাগী ভক্তবৃন্দের বিরাট সম্মিলন। পীর ছাহেব সারা বৎসর তাঁহার প্রচার ব্রত ও তৎসম্বন্ধীয় কাজে বিব্রত থাকেন বলিয়া তাঁহার ভক্তগণ সকল সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তদীয় অমীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়না এবং পীর ছাহেবের অসংখ্য মুরীদ ও গুণমুগ্ধ ভক্তগণের পরস্পর কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা হইতেই এই সম্মিলনীর উৎপত্তি হইয়াছে। একটি তারিখ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে কি করিয়া বিভিন্ন দেশের লোক

পরস্পর মিলামিশা করিতে পারেন, তাই প্রতি বৎসর, নহে গরম নহে ঠাণ্ডা পক্ষান্তরে আনন্দ দায়ক মধুর বসন্তকালে, ফাল্গুনের ২১।২২।২৩শে তারিখে, উক্ত মহাসমিতির অধিবেশন বসিবে বলিয়া নিরুপিত হইয়াছে। উক্ত নির্দ্ধারিত সময়ের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই ভক্ত সমাগম আরম্ভ ও নিঃশেষিত হইয়া যাইতে ২৩শে তারিখের পরও ৩।৪ দিন সময় লাগে। মোটের উপরে ব্যাপার ৭ দিনের কম থাকেনা। এই মহাসম্মিলনীটীর নাম "ইছালে ছওয়াব"। ইহা আরবী শব্দ! ইহার বাঙ্গালা অর্থ, যে মজলিশে, জগতের যাবতীয় মৃত ও জীবিত মানুষের আত্মার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হয়। ইহার নাম রাখার ধরণের দ্বারাও একথা স্পষ্টই বুঝা যায়, মানবাত্মার নিষ্কাম হিতকল্পেই "ইছালে ছওয়াবের" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর যাবত দেখিতেছি, প্রত্যেক বৎসর আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোক, "ইছালে ছওয়াবে" যোগদান জন্য গমন করেন। তাঁহাদের নিকট উহার সম্বন্ধে নানা কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ শ্রবণ করিয়া ব্যাপার খানা নিজ চক্ষে একবার দেখিয়া লইবার জন্য প্রাণে একটা খুব আগ্রহ জন্মিল। নানা কারণে এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। গত ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে, আমাদের কলিকাতা যাওয়ার আবশ্যক হওয়ায় ফুর ফুরা ও "ইছালে ছওয়াব" দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। আমাদের এঅঞ্চলে, কেহ কেহ একথা রাষ্ট্র

করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, ফুরফুরার "অরুচ" (?) একটী মহা "বেদাতি" ব্যাপার, অতএব কাহারও উহাতে যোগদান করা উচিত নহে। শেষোক্ত রটনা শ্রবন করিয়া মনে করিলাম পীর মাওলানা আবুবকর ছাহেবের মত এত বড় একজন দেশমান্য ও প্রকাণ্ড আলেম ছাহেব কি করিয়া কিরূপ "বেদাতি" মজলিস করেন, তাহা একবার দেখিয়া লওয়া দরকার। এবার ওখানে যাওয়ার জন্য আমি যে ইচ্ছা করিলাম, উহাই তাহার প্রধান কারণ বটে।

এস্থলে আমি একথা উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, আমি ফুর ফুরার পীর ছাহেবের কি অন্য কোন পীর বিশেষের বাঁধা মুরীদ নহি। বর্ত্তমান দেশপ্রথা মতে, কোন ব্যক্তি বিশেষকে চিরতরে পীর মান্য করিয়া, নির্ব্বাক ভাবে ও অন্ধের মত তাঁহার সকল কার্য্যও বাক্যের বিনা বিচারে, সুবোধ শিশুর মত পোষকতা করা ও নিয়ত ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার বাক্য মাত্রেই সম্মতি প্রকাশ করা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য। জগতে যেসমস্ত জ্ঞানী-লোক আমাকে নিয়ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমার প্রণম্য ও পীর; একচেটিয়া ভাবে শুধু একজন হইবেন কেন? মধুমক্ষিকাগণ যেমন নানা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া, নিজ নিজ ভাণ্ডারে আনিয়া সমস্ত মধু সঞ্চয় করে, তেমনি ভাবে আমিও জগতের নানা জ্ঞানীদের নিকট

হইতে নানারূপ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া নিজের হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে চাই। জগতে নিত্যই নব নব জ্ঞানের আবিষ্কার হইতেছে, অতএব জ্ঞান পিপাসু আমরা ক্রমেই যদি উচ্চতর জ্ঞানীদের অনুরক্ত ও সন্নিহিত হই, তবে তাহা অন্যায় কাজ হইবে কেন বুঝিনা। আমি বিবিধরূপ জ্ঞান লাভ করিবার আশায়, মুক্ত বিহঙ্গের মত যথেচ্ছা বিচরণ করিতে চাই, একের জ্ঞান বিশ্বাসের উপরে একমাত্র নির্ভর করিয়া, আমার বিবেক ও অতৃপ্ত জ্ঞানান্বেষণের স্বাধীন প্রবৃত্তিকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং আমি ফুর ফুরার পীর ছাহেবের "মুরীদ" ভাবে নহে, তাঁহার একজন গুণানুরাগী ও জনৈক কৌতুহলাক্রান্ত দর্শক হিসাবেই উক্ত "ইছালে ছওয়াব" মজলিসে যোগদান করিয়াছিলাম, এবং আমি আমার জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তি অনুসারে, স্বাধীন ভাবেই উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমরা কলিকাতা ফেরি ষ্টীমার যোগে, তক্তাঘাট হইতে তেলকলঘাট ও তথা হইতে অতিনিকট, হাবড়া মার্টিন কোম্পানার লাইট রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এইস্থান হইতে এই রেলওয়ের "শিয়াখোলা" ষ্টেসন তয়শ্রেণীতে ছয় আনা এক পয়সার ভাড়া হয়। তথা হইতে পশ্চিমদিগে ২ মাইল কি ... ফুর ফুরা গ্রাম পাওয়া

যায়। "শিয়াখোলা" হইতে ফুরফুরা গরুর গাড়ীতেও যাওয়া যায়। কিন্তু যাহারা হাটিতে পারে, তাহাদের পক্ষে ফুরফুরা হাটিয়া যাওয়াই খুব সুবিধার কাজ।

বেলা নয়টার সময়, রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নানা জায়গার ও কলিকাতার শত শত লোক, "ইছালে ছওয়াবে" যোগদান জন্য, ষ্টেসন ও তাহার আশপাশের রাস্তা, গলি ইত্যাদি আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কোম্পানী ঘণ্টায় ঘণ্টায়, স্পেশিয়াল গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াও যাত্রী নিঃশেষিত করিতে পারিতেছেন না। ট্রেণে করিয়া যেমন শত শত লোক রওয়ানা হইয়া যাইতেছে, আবার নানা দিগ হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে। তাড়াতাড়ি রওয়ানা হইয়া যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা, টিকিট লইতে ও ট্রেণে চাপিতে ভয়ঙ্কর হুড়াহুড়ি কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। বোধ হইল, লোকগুলি যেন কোন মহাতীর্থে যোগদান করিবার জন্য একটা ব্যগ্রতা দেখাইতেছে; দেখিলাম যাত্রিদের মধ্যে অবস্থাপন্ন বয়স্ক ও আলেম লোকের সংখ্যাই বেশী, বড় বড় পাগড়ী ও লম্বা লম্বা পিরাহান ওয়ালা লোকের সংখ্যাই প্রায় বার আনা পরিমাণ হইবে। ষ্টেসন ও তাহার সন্নিহিত স্থলে বেশুমার লোক দাড়াইয়া আছে, তাহাদের ঘেসাঘেসি ও রৌদ্র-তপ্ত ধূলির জ্বালায় তথায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করা অসম্ভব বোধ হইল। জনৈক বন্ধুর সহায়তায় শিয়াখোলার একখানা তৃতীয়

শ্রেণীর টিকিট লইয়া অতি ধাক্কাধাক্কির ও উমেদারির পরে, বড় কষ্টে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ীর ভিতরে কি ভয়ঙ্কর ভিড়! একেত মার্টিন কোম্পানীর ছোট ছোট পাল্কীর মত গাড়ী, তাহাতে আবার চারি পাঁচ গুণ অতিরিক্ত আরোহী! গরমে ও ভীড়ে প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতেছে! কত আরোহীর জুতা, জামা, ছাতি ও কাপড় ফাড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত আলেম ও হাজী ছাহেবদের মস্ত মস্ত পাগড়ী খসিয়া পড়িয়া গেল তাহার হিসাব রাখে কে? ভাগ্যে মার্টিন কোম্পানীর বাচ্চা বাচ্চা রেলওয়ে গাড়ীগুলি, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ছায়াময় বৃক্ষের তলদেশ দিয়া গমন করিতেছিল, নচেৎ গরমে ও ভিড়ে কি হইত জানিনা। অতিকষ্টে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দিবা ১টার সময় শিয়াখোলা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম শিয়াখোলাতেও লোকের ভয়ানক জনতা! কেহ আসিতেছে কেহ যাইতেছে, লোক সমারোহে শিয়াখোলা ও আজ বড় সর গরম! এখানে উপস্থিত হইয়াই ফুরফুরার ব্যাপারের গুরুত্ব ও প্রকাণ্ডত্ব অনেকটা অনুভব করিতে পারিলাম। দেখিলাম যে রাস্তা ও মাঠ দিয়া ফুরফুরা যাইতে হয়, তাহা অগণ্য নর মুণ্ডে পরিপূর্ণ! স্তরের পর নরশ্রেণীরস্তর, যেরূপ প্রবল আগ্রহে ও দ্রুতগতিতে ফুরফুরার পানে ধাইয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া বড়ই সুন্দর ও আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমার এই দুর্ব্বল ও অসুস্থ শরীর লইয়া ফুরফুরা যাওয়ার সাধত

গাড়ীতেই অনেকটা মিটিয়াছিল কিন্তু করি কি ? যখন এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি, তখন অবশ্য ফুরফুরায় যাইতেই হইবে। বিশেষতঃ এমনও এক বড় একটা ঘটনার ভিতরের রহস্য জানা নেহাত্ দরকার। পিপীলিকার সারির মত অসংখ্য বালক, বৃদ্ধ যুবক, পথ ঘাট ধূলাজালে আবরিত করিয়া, কি এক অনন্য মনে ও আবেগ পূরিত প্রাণে ফুরফুরার দিগে ধাইয়া চলিয়াছে, আমরাও তাহাদের সঙ্গে তথায় রওয়ানা হইলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, রাস্তায় ও মাঠের স্থানে, স্থানে, ছায়াময় জায়গায়, ডাব, পান, সরবত, সোডা লেমনেড্ ও নানা প্রকার রুটী পরটা ইত্যাদির ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান সকল বসিয়াছে এবং শ্রান্ত ক্লান্ত শত শত লোক ঐ সমস্ত দোকানে বসিয়া তৃষ্ণা ও ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম পথের দুইধারে, সম্পন্ন প্রায় প্রত্যেক মুসলমান বাড়ীতেই এই সময়ের মেহমানদের থাকিবার জন্য স্থান করা হইয়াছে। যাহাদের বাহির বাড়ীতে, বৈঠক খানা কি অতিরিক্ত ঘর নাই, তাহারাও লতা, পাতা, খড় ইত্যাদির দ্বারা অস্থায়ী ছোট ছোট মেহমান খানা প্রস্তুত করিয়াছে। দেখিলাম সেদেশটাই যেন কিছু সময়ের জন্য একটা প্রকাণ্ড মেহমান খানাতে পরিণত হইয়াছে ! দেখাগেল, দেশের মাটী ঈষৎ লাল ও আমাদের দেশের মাটী হইতে শক্ত, শুনিলাম, ভূমি খুব উর্ব্বরা, প্রচুর ফসল হয়। শুপারি, নারিকেল আমাদের দেশের তুলনায় অতি কম। পথে নানা নূতন দৃশ্য দেখিতে

দেখিতে বেলা প্রায় ২টার সময় পীর ছাহেবের বাড়ীর ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকদের জন্য এস্থলে একথা বলা দরকার যে, সে দেশের বাড়ী ঘরের সংস্থান ও প্রকার ঠিক, আমাদের দেশের বাড়ী ও দরজার মত নহে। তথায় উচ্চ ও সমতল ভূমিতে পাশাপাশি অনেক বাড়ী অবস্থিত আছে, দেখিলে সকলকে যেন এক পরিবার ভুক্ত লোক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা নহে, অনেক বিভিন্ন পরিবার কি পৃথকান্ন ব্যক্তিও দেশের প্রথা ও রুচি অনুসারে ঐরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। সেই ভাবে পীর ছাহেব ও তাঁহার কয়েক জন আত্মীয় স্বজন, গ্রামের কিয়দংশ স্থান ব্যাপিয়া আছেন। দুইদিগে তাঁহাদের বাড়ী মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দরজা ও খোলা জায়গা, আম, কাঠাল, তাল, বাবুল, নারিকেল, বট ইত্যাদি বড় বড় বৃক্ষের দ্বারা ছায়াময় হইয়া এরূপ একটা বৃহদ্ব্যাপারের সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি যেন এমন একটী ঘটনা এখানে সম্ভব পর করিবার জন্যই এই স্থানটাকে তদনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন! বাস্তবিক স্থানটী সর্ব্ব প্রকারেই এরূপ বিরাট সমারোহের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। পীর ছাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার বিরাট বিশাল বাহির বাড়ীর অঙ্গণের দুই পাশে, পূর্ব্ব বর্ণিত রূপ অনেক খাবারের দোকান সারি সারি বিরাজিত ও উহাতে খুব জনতা, প্রচুর ক্রয় বিক্রয় চলিয়াছে। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পীর ছাহেবের বিরাট বিশাল বাহির বাটীর অঙ্গণ,

অগণ্য মানুষে পরিপূর্ণ, তিলার্দ্ধ স্থানও যেন খালি নাই। কেবল মানুষ, কেবল মানুষ! সাত আটটি বৈঠকখানায় ও ছয়টী কাপড়ের বৃহৎ সামিয়ানার তলে ও পূর্ব্বোক্ত ছায়াদার বৃক্ষগুলির নীচে, অসংখ্য লোক আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ছায়াময় পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণনরূপ মাঠে ও নানা লোকের বাড়ীতে থাকিয়া সংখ্যাতীত লোক ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত "ইছালে ছওয়াবের" কাজে যোগদান করিতেছে। এত বড় একটা বিরাট বিশাল জনতায় যেরূপ হট্টগোল কি কোলাহল থাকা সম্ভব, এখানে তাহা নাই, যতদূর সম্ভব সকলেই নীরব নিস্তব্ধ ভাবে নিজ নিজ অভিপ্সিত কাজে মস্‌গুল! দেখিলাম কেহ কোরাণ মজিদ পাঠ করিতেছে, কেহ নানা কেতাব দেখিতেছে, কেহ কেহ উচ্চতর আলেমদের নিকটে নানা বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, ও কেহ কেহ সেই রন্ধন শালার দ্বারে ভোজন কাজে ব্যাপৃত আছেন। আমোদ প্রমোদ, রঙ্গ তামাসায় কি হাসি ঠাট্টায় কি পরমার্থ ও জ্ঞান চিন্তা ভিন্ন বাজে আলোচনায় কাহাকেও নিরত দেখিলাম না। সকলেই যেন আজ সংসার চিন্তা বিস্মৃত হইয়া, কোন এক মহাপুরুষের আদিষ্ট পথে ধাবমান হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতেছেন! এজীবনে আমরা এরূপ অনেক মহাজনতা দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এমন ধর্ম্ম চিন্তায় নিমগ্ন, শান্ত, সংযত, নির্দ্দোষ ও নীরব জনতা, আর আমরা কোথাও দেখি নাই। মহৎ সংসর্গ গুণেই হউক কি

অন্য কোন কারণেই হউক, আজ এখানে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণেই যেন কি এক প্রবল ধর্ম্ম ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেকেই যেন প্রশান্ত বদনে কি এক পারলৌকিক গভীর চিন্তায় বিভোর ! সকলেই যেন আজ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য, মান, গৌরব, পদ-মর্য্যাদা ভুলিয়া একাকার ! দেখিলাম অদ্য এখানে ধনী, দরিদ্র, আলেম, জাহেল ভেদ নাই, সবাই সমান ; প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেক মানুষকে সাদর সম্ভাষণ ও গাঢ় প্রেমভরে প্রীতি আলিঙ্গন করিবার জন্য কত আকুল উদ্যত ! অবজ্ঞা অনাদর ও বিভেদ জ্ঞানের নাম গন্ধ ও আজ এখানে নাই !

প্রিয় ও শ্রদ্ধাস্পদ পাঠক পাঠিকাগণ ! স্থান মাহাত্ম্য ও মহৎ সংসর্গ গুণে, এমনি অসম্ভব সম্ভমে পরিণত হয়, মানুষ অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য ও সংসার চিন্তা বিস্মৃত হইয়াও ভেদ বোধ ভুলিয়া এভাবে আত্মহারা হইতে পারে। ফুরফুরা মুসলমান রাজত্বের আমল হইতে বহু কামেল, বোজর্গ, পীর মুর্সিদ ও তাঁহাদের পবিত্র সমাধি বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমে গৌরব ময়ী ! তাহাতে আবার প্রস্তাবিত পীর সাহেবের কার্য্য-গৌরবে ও যশঃ-চ্ছটায় তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা আরও অনেক পরিমাণে বিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তদুপরি আবার অদ্য এখানে সমাজের অসংখ্য মহৎ মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তির শুভ সম্মিলন ! এমনি পুণ্যময় স্থানে, এমনি সময়ে, এমন সজ্জন সংসর্গে, নীরস প্রাণে ও ভক্তি এবং সাম্যের পবিত্র মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক নহে কি ? এখানে

পঁহুছিয়া ও অবস্থার সাধুতা ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া আমাদের মনে হইল বুঝি কোন পুণ্যলোকে আসিলাম। যাহা মানব জাতির এমন নিষ্কাম কল্যাণ চিন্তায় পরিকল্পিত, যে ব্যাপার দর্শন ও অধ্যয়ন করিলে, প্রাণে গভীর ধর্ম্মভাব ও সমাজের বিশুদ্ধ হিত চিন্তা জাগ্রত হয়, যাহা সমাজে পূত নবভাব ও অভিনব ধর্ম্ম উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং যাহাতে সদুদ্দেশ্যে সমাজের জ্ঞানী মানী ও ধার্ম্মিক ব্যাক্তিগণের এমন অপূর্ব্ব সমাগম, তাহা যদি সমাজের মঙ্গল জনক অনুষ্ঠান হয়, তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, "ইছালে ছওয়াব" একটী শুভ ধর্ম্ম সঙ্গত অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই। আমরা, অস্ত নিম্নে এই বিরাট সম্মিলনীর নানা কথা, পাঠকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য, পৃথক পৃথক ভাবে ও সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুনিলাম "ইছালে ছওয়াবের" কার্য্য প্রতি বৎসরই প্রায় এক ভাবেই হয়, এবারও তাহাই হইয়াছে। তবে ক্রমে লোক সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া জানিলাম। ইহার কারণ বোধ হয়, দিন দিনই পীর ছাহেবের মুরীদ ও গুনানুরাগী লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং "ইছালে ছওয়াবের কার্য্যের সুফল বুঝিয়া লোক ক্রমেই ইহাতে ঝুকিয়া পড়িতেছে। এবার অন্যান্যবার হইতে নাকি লোকের সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। তাঁহার কারণ পীর ছাহেব এবার পরম পবিত্র হজ কার্য্যে গমন করিবেন শুনিয়া, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই অনেক লোক আসিয়াছিলেন। এবার আলেম লোকের সংখ্যা ও অন্যান্যবার হইতে বেশী হইয়াছে বলিয়া শুনিলাম। যাহা হউক এখন প্রকৃত আলোচ্য কথা আরম্ভ করা যাউক।

এখানে প্রতি বৎসরই এই মহা সম্মিলনীতে প্রত্যহ ফজর ও আছরের নামাজের বাদে পীর ছাহেবের মুরীদগণ "মোরাকেবা," "মোসাহেদা" সাধন ও তখন পীর ছাহেব

তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে সাময়িক ও আবশ্যকীয় উপদেশ ও দীক্ষা প্রদান করেন। এই সময়ে এখান কার দৃশ্য বড় চমৎকার। হাজার হাজার মুরীদ যখন ভক্তি পূর্ণ চিত্তে ও নিমিলিত নেত্রে একই ভাবে ও নীরবে "এছেম" দোয়া জপ করিতে করিতে কোন একি অদৃশ্য মহাশক্তির চরণ উদ্দেশ্যে লুটাইয়া পড়িতে লাগিলেন তখন বোধ হয় তথায় এমন কোন মানুষ ছিলনা যাহার প্রাণে বিমল ও করুণ ধর্ম্ম রসের আবির্ভাব হয় নাই। এই সময়ে মুরীদগণের উদ্দেশ্যে পীর ছাহেব যে গভীর ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পূর্ণ উচ্চাঙ্গের উপদেশ প্রদান করেন, অধিকারী ভিন্ন অন্যের তাহা বুঝিবার ও ধারণা করিবার সাধ্য নাই। পীর ছাহেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, যাঁহারা যোগ মার্গে, সাধনা ক্ষেত্রে, অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছেন এই সমস্ত উপদেশ বিশেষ করিয়া তাঁহাদের জন্যই প্রদত্ত হয়।

ফজরের নামাজের শেষে দীক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য শেষ হওয়ার পরে, কোরাণ মজিদ পাঠ আরম্ভ হয়। সমবেত হাজার হাজার আলেম, মৃদুস্বরে, ভক্তি গদ্ গদ্ কণ্ঠে ও গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে পরম পবিত্র কোরাণ শরীপ পাঠে নিবিষ্ট হন। নামাজের সময় ভিন্ন, আর সারাদিনই এই "তেলায়ত" কার্য্য চলিলে, শত শত বার কোরাণ শরীপ খতম করিয়া, দিবা শেষে পীর ছাহেবের নেতৃত্বে সেই হাজার হাজার লোক কৃতাঞ্জলী পুটে ও ভক্তি বিগলিত নেত্রে, পরম পিতা খোদাতালার নিকট মোনাজাত"

করিয়া পৃথিবীর জীবিত ও পরলোক গত মানবাত্মার মঙ্গল কামনা করিলে সেই দিনের কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য।

এই দিন ওয়াজ ও বক্তৃতা আরম্ভ হইল। একটী সভা কি এক জন বক্তার বক্তৃতা কি ওয়াজের দ্বারা হাজার হাজার শ্রোতার তৃপ্তি বিধান করা অসম্ভব বলিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে ১০টী সভার আয়োজন করা হইল। তাহাতে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বক্তাগণও বিখ্যাত বিখ্যাত আলেম ওয়ায়েজী সকল, উচ্চ ও মধুর কণ্ঠে, অপূর্ব্ব যুক্তি ও বাগ্মীতা সহকারে ইসলাম ধর্ম্ম তত্ব ও সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে সার গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। "কি করিলে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি হয়, কিভাবে কি করিলে আমরা বর্ত্তমান প্রতি-যোগীতার যুগে টিকিয়া থাকিয়া জাতি ও ধর্ম্মের উন্নতি করিতে পারি," এই সমস্ত আলোচনা বিশেষ যোগ্যতা ও যুক্তি প্রমাণের সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল। পীর ছাহেবও এই সমস্ত আলোচনায় মাঝে মাঝে যোগদান করিয়া, নানা প্রয়োজনীয় ও জটিল শাস্ত্রীয় ও সমাজ তত্ব সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিতে লাগিলেন। দিল্লীর জমিয়ত - ওলামার সেক্রেটরী মৌলবী মোহাম্মদ সয়ীদ অহিদ ছাহেব সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল উর্দ্দু ভাষায় ... দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া তুলনায় সমালোচনা ও

বর্ণণ প্রসঙ্গে পীর ছাহেবের বিদ্যা বুদ্ধি আধ্যাত্তিক ধর্ম্ম ভাব, নিরহঙ্কার ও ত্যাগ শক্তির প্রশংসা করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তাহার বক্তৃতা তাদৃশ লম্বা না হইলেও উহা মজলিশে খুব আনন্দ ও উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া ছিল। নামাজের সময় ভিন্ন সেই দিন ও তৎপরবর্ত্তী রাত্রির অর্দ্ধাংশ ধরিয়া সভার কার্য্য অবিরাম চলিল। বহু উৎকৃষ্ট বক্তা, নানা সুন্দর২ ভাব ও ভাষায়, সমাজ ও ধর্ম্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে, নব নব বিষয়ে, বক্তৃতা প্রদান করায়, সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া সভার কার্য্য চলিলেও, শ্রোতৃ মণ্ডলীর কোন প্রকার অবসাদ কি বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই। বরঞ্চ শুনিবার ইচ্ছা, উত্তরোত্তর সকলেরই খুব বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। বক্তৃতা ও ওয়াজের প্রকারও সেকেলে মান্ধাতার ধরণের নহে। উহা কেবল "বেহেস্ত" "দোজখের" কি সত্তর হাজার লোহার জিঞ্জিরের ভীতিপ্রদ ও নৈরাশ্য জনক কথায় পূর্ণ নয়, অনেকের বক্তৃতায় মানব জীবনের সাফল্য ও আশার আলো সম্বন্ধে ও অনেক কথা ছিল। খুব অভিনিবেশ সহকারে দেখিলাম, বক্তৃতা ও ওয়াজের যুক্তি তর্ক ও মীমাংসাগুলি বেশ সময়োপযোগী ও গ্রহণ যোগ্য। যদিও ২।১ জনের বক্তৃতা তাদৃশ প্রীতিপ্রদ হয় নাই, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সভার কার্য্য খুব সুন্দর ভাবে ও যোগ্যতার সহিতই সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা সভাতে যোগদান ও উহার কার্য্য কলাপ দর্শন করিয়া বিমল আনন্দলাভ করিয়াছি। সুপরিচালিত সভা সমিতি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সদুপদেশ সমাজ শরীরে নব জীবনের সঞ্চার করে সন্দেহ নাই।

অদ্য সভার তৃতীয় ও শেষ অধিবেশন। অদ্যও মজলিশ বসিল। কিন্তু এই সভা পূর্ব্ব দিনের সভার মত নহে। আজ শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে "মোছলা মোছায়েল" বিষয়ের আলোচনার জন্যই এই সভার অধিবেশন বসিল। সমস্ত আলেমই এই সভায় যোগদান করিলেন। যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধান সম্বন্ধে আলেমদের মধ্যে মত ভেদ চলিয়াছে, ধর্ম্মের যে বিধান অথবা প্রণালী সম্বন্ধে সকল আলেম এক মত নহেন, এমন অনেক জটিলও প্রয়োজনীয় বিষয়ের ঐক্য মত্য ও সুমীমাংসার জন্য, আজ সমাজ চিন্তাশীল অনেক সুবিজ্ঞ আলেম সাহেব, উক্ত মজলিশে নানা "ফতোয়া" ও প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন। আমাদের মতে 'ইছালে ছওয়াবের' কার্য্যাবলীর মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও শ্রেষ্ঠতর কার্য্যের অনুষ্ঠান। এদেশে শিক্ষা বিস্তার ও আলেম সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি বিষয়েও হুহুঁ শব্দে মত ভেদ বাড়িয়া চলিয়াছে। গ্রাম্য দলাদলি, অর্থ লোভ, অন্যায় জেদ ও অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনেক "হামবড়া" মোল্লা ছাহেব অনেক সময়ে নানা মন গড়া মত প্রচার ও বহুতর অন্যায় "ফতোয়া" তৈয়ার করিয়া দেশে ভয়ঙ্কর গোলমালের সৃষ্টি করিয়া বসেন। একই শাস্ত্রীয় ও সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে ইহারা নানাদলে বিভক্ত হইয়া নানা মত প্রকাশ করেন বলিয়া সমাজে অনেক স্থলে অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতেছে, ও এই কারণেই দিন দিন আলেম

সমাজের উপর হইতে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাস কমিয়া যাইতেছে। যাহাকে তাহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিধান ও মতের কর্ত্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে দেশে পূর্ব্বোক্ত-রূপ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। "ইছালে ছওয়াবের" এই ধর্ম্ম মীমাংসা মজলিশের মত সমিতি উপযুক্ত আলেমের নেতৃত্বে প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে আর কোন আলেম, টাকা পয়সা খাইয়া কি দলাদলিতে পড়িয়া, মনগড়া "মছলা" জারি করতঃ সমাজের শান্তি নষ্ট করিতে পারিবেক না। তবেই মত ভেদের অপকারিতা ও দুষ্ট মত প্রচারের আশঙ্কা সমাজ হইতে একেবারে দূর হইয়া যাইবে। যাক সেকথা। ফুরফুরার মজলিশের কথাই এখন বলিতেছি। বহুতর যোগ্য ও সুবিজ্ঞ আলেম ফাজেলের সহায়-তায় ও পীর ছাহেবের নেতৃত্বে ঐ সভার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর-রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গেল। অনেক তর্কিত শাস্ত্রীয় ও সামাজিক জটিল প্রশ্নের সুমীমাংসা হইয়া যাওয়ায়, সমাজের হিতকল্পে বেশ কাজ হইল। অদ্যকার এই সভায়, নানা প্রশ্নের মীমাংসা-কালে, প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে, পীর ছাহেব এমন গভীর শাস্ত্র জ্ঞান ও প্রগাঢ় গবেষণা ও তর্ক নৈপুণ্য শক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, তদ্দর্শনে সমবেত সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কোরাণ, হাদিশ, ফেকা ইত্যাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল যেন তাঁহার

অভিনব ব্যাখ্যা তিনি করিতে লাগিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া গেলেন। তাহার পর এই সভার কার্য্য শেষ হইয়া যাওয়ায় 'ইছালে ছওয়াবে'র কার্য্য ও এক প্রকার শেষ হইয়া গেল।

তাহার পর বিদায় সম্ভাষণের পালা আসিল। নানা স্থান হইতে পীর ছাহেবের শুভ দর্শন ও তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ এবং পরস্পর মিলন জন্য অসংখ্য ভক্ত এই 'ইছালে ছওয়াবে' যোগদান করিয়াছেন। তিন চারি দিন যাবত পীর ছাহেব ও বহু বহু বোজর্গ লোকের মহৎ সংসর্গে বাস ও ভক্তগণের একত্রে অবস্থান ও নানা সদালাপ দ্বারা অনেকের সঙ্গে অনেকেরই ভালবাসার সঞ্চার ও পরিচয় আদি হইয়াছে। আজ সেই স্মরণীয় পীর ছাহেবও মুরীদ মণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া, নিজ নিজ দেশে চলিয়া যাইবেন বলিয়া, সকলেরই প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ভক্তগণের সেই বিদায় কালীন সময়ের অশ্রু-সিক্ত বদন ও নীরব আকুল ক্রন্দন, প্রাণে বাস্তবিকই যে বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অনেক দিন ভুলিবনা। সেই দিন সেই খানে ভক্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের যে অপূর্ব্ব ও সুমধুর সম্মিলন দর্শন করিয়াছি এজীবনে তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য আর দেখিব কিনা জানিনা। নীরব নিস্তব্ধ ভাবে, এক পাশে দাঁড়াইয়া সে অভাব্য ও হৃদয়-নর্ত্তন করুণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, ভাবে তন্ময় হইয়া যেন কোন অতলে ডুবিয়া গেলাম! আমরা এই পর্য্যন্ত

ফুরফুরা রওয়ানা হওয়া হইতে, 'ইছালে ছওয়াব' শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাবত বিবরণের একটী মোটামোটি চিত্র পাঠক পাঠিকাগণের সামনে উপস্থিত করিলাম। এখন আমরা তাহার আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ২।৪টী বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

লোক সংখ্যা—

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ফুরফুরার 'ইছালে ছওয়াবে' অসংখ্য লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ঠিক কত লোক হইয়াছিল তাহার সঠিক বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। কেননা তাহা কেহ গণনা করিয়া দেখে নাই, এবং তদ্রূপ করাও অসম্ভব। কেহ বলেন, লোক সংখ্যা দুই লক্ষ, কেহ বলেন, দেড় লক্ষ হইবে। আমাদের অনুমান মতে, এই লোক সমষ্টির পরিমাণ অন্ততঃ এক লক্ষের কম কিছুতেই হইতে পারে না। আমরা বিশেষ খোঁজ করিয়া দেখিয়াছি, বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই বাছা বাছা আলেম ফাজেল পীর ও অপরাপর বহু জ্ঞানীলোক এই মজলিসে যোগদান করিয়াছিলেন। আসাম, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও ভক্ত সমাগম হইয়াছে। বিদেশী লোকের মধ্যে বোম্বে আজমীর শরীপ ও দিল্লীর কয়েকজন লোক দেখিলাম। অনেক পেশওয়ারী ও কাবুলীকেও দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম ইহারাও পীর ছাহেবের মুরীদ। যাঁহারা সমাজে জ্ঞানী, মানী, ও ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহাদের অনেকেই আজ

এখানে উপস্থিত, যাহারা জাতি ও সমাজের পরিচালক ও গৌরব স্থল, যাহারা হানিফী মোসলেম সমাজের প্রচারক,—মস্তিষ্ক স্বরূপ, তাহাদের বহুলোককেই আজ এখানে দেখিতে পাইয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। এমন একটা মহামানব, সমাবিষ্ট মজলিসে যোগদানের সৌভাগ্য প্রদান করাতে, দয়াময় খোদাতালাকে প্রাণ ভরিয়া, শত শত ধন্যবাদ দিলাম। অদ্য এখানে শুধু আলেম ফাজেল নয়, অনেক উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান ভদ্রলোক ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের অনেক বড় বড়, ব্যবসায়ী মুসলমানগণকেও দেখিলাম। নানা স্থানের নানা শ্রেণীর মোসলেম প্রতিভার কি অপূর্ব্ব সম্মিলন! "ইছালে ছওয়াব"-রত্ন মালাটী কতরূপ মোস্‌লেম মণি মাণিক্যের দ্বারা বিরচিত হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া দেখিবে কে?

মেহমান খানা—

সমাগত সকলের আহারের, জন্য প্রকাণ্ড রন্ধন শালা স্থাপন ও তাহাতে বড় বড় তামার ডেগে অনবরত রন্ধন কার্য্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ও পরিবেষণ কাজ অবিরাম চলিয়াছে। সকলেই পরিতোষ রূপে বিনা পয়সায় খাইতে পাইয়া ছিলেন। খাদ্যের মধ্যে ভাত, মাংস, ডাইল ও আলু তরকারীর বন্দোবস্ত ছিল। একদিন পোলাও কোর্ম্মারও যোগাড় করা হইয়াছিল। এমন অসংখ্য লোকের স্থলে, খাওয়ার বন্দোবস্ত ভালই ছিল

সকলের জন্য এক খাদ্য এক বিছানা, এক দস্তুর, ও সব বিষয়ে এক প্রকার বন্দোবস্ত দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল। চারি হাজার 'বরতনে,' নিয়ত খাওয়ার কাজ চলিয়াছে, কোন গণ্ডগোল কি বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা নাই, যেন কলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমস্ত কাজ! ঐদিগে সভা সমিতির কাজও নিয়ম মত চলিয়াছে, বিরাম নাই, কেহ খাইতে যাইতেছে, কেহ কেহবা খাইয়া আসিয়া আবার যোগদান করিতেছে। বক্তা, শ্রোতা সকলেই এরূপ করিতেছে। দেখিলাম, ভক্ত ও মুরীদগণ ভিন্ন, হুগলী প্রভৃতি স্থানের অনেক কাঙ্গাল আসিয়াও প্রত্যেক বেলা খাইয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যা ও কয়েক হাজার হইবে। শুনিলাম প্রত্যেক বৎসরেই নাকি এমন ভাবে অনেক কাঙ্গাল আসিয়া খায়। তখন বুঝিলাম, এই ভোজনালয় কেবল মেহমান খানা নয়, উহা একটী প্রকাণ্ড গরীব খানাও বটে। শুধু এই দরিদ্র সেবার জন্যই, এই অনুষ্ঠানটীর আবশ্যকতা ও সাফল্য, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যাইতে পারে।

"ইছালে ছওয়াবে"র আয় ব্যয়—

দেখিলাম এই ব্যাপারে সমাগত অসংখ্য ভক্ত ও সম্পদশালী বহু মুরীদ, প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন ও সমস্ত টাকার হিসাব রাখিয়া উহা ফুরফুরা মাদ্রাসার হেড্ মৌলবী ছাহেবের নিকট জমা রাখা হইয়াছে। কলিকাতায় অনেক বড় বড় সওদাগরও এই বৃহদ্ব্যাপারের সাহায্যার্থে অনেক খাদ্য সামগ্রী ও টাকা পয়সা

দিয়াছেন বলিয়া শুনিলাম। এভাবে প্রতি বৎসরই অনেক খাদ্য সামগ্রী ও টাকা পয়সা সংগৃহিত হয়। খরচ ও কিছু কম নহে। এই সংগৃহিত বিপুল টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হয়, তাহা অবগত হওয়ার জন্য আমি খোদ পীর ছাহেবকেই সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হুজুর আমি দর্শক হিসাবে আপনার এই 'ইছালে ছওয়াবে' যোগদান করিয়া সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, হয়তঃ আমি ইহার একটা মোটামোটি বিবরণ, কোন দিন সাধারণের নিকটে উপস্থিত করিতেও পারি, অতএব হুজুর দয়া করিয়া যদি আমাকে জানিতে দেন, কিভাবে এই টাকা ব্যয়িত ও এ ব্যাপারের খরচ নির্ব্বাহিত হয় তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হইব।" পীর ছাহেব তখন আমাকে সাগ্রহে বলিলেন, "ইছালে ছওয়াবে" ব্যয় করিবার জন্যই দানশীল ব্যক্তিগণ, টাকা পয়সা দিয়া থাকেন; তাঁহাদের অভিপ্রায় মতেই উহা তাহাতে খরচ করা হয়।" অকুলান পড়িলে তাহা পীর ছাহেব নিজে বহন করেন। টাকা উদ্বৃত্ত হইলে, তাহা হইতে গরীব দুঃখীকেও স্কুল মাদ্রাসা ইত্যাদিতে সাহায্য প্রদান ও কেহ যাতায়াত ব্যয় চাহিলে সঙ্গত ও সম্ভব পর মতে তাহাও দেওয়া হয়। এই ব্যাপার উপলক্ষে মাদুর ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিষ ক্রয় করা হয়, তাহা পরে সমাগত গরীব দুখী প্রার্থীকে দান করা হইয়া থাকে। 'ইছালে ছওয়াব' শেষ হইয়া যাওয়ার পর দিন হইতে, আমার সাক্ষাতেও এমন অনেক জিনিষ ফকিরগণকে দান করা হইল। দেখিলাম অনেক

জনের টাকা হারাণি যাওয়ায় ও পাথেয় সঙ্গে না থাকায়, সলজ্জ ভাবে তাঁহারা পথ খরচ চহিয়া নিলেন। আজমীর ও দিল্লী অঞ্চলের ৪ জন মেহমানই ২০০৲ টাকা পথ খরচ বাবত নিলেন। আমার সাক্ষাতে সেই দেশের কয়েক জন হিন্দু ভদ্র লোক আসিয়াও তাঁহাদের স্কুলের সাহায্য বাবতে কতক গুলি টাকা লইলেন। তাঁহাদের নিকট অবগত হইলাম, সেই দেশের বহুতর স্কুল মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি, পীর ছাহেবের নিকট এভাবে নিয়ত সাহায্য পাইয়া থাকে। শুনিলাম এভাবে সপ্তাহ কি ততোধিক কাল ধরিয়া এই সাহায্য প্রদান ও গ্রহণ কার্য্য চলিবে। ব্যাপার খুবই বড়, ২।১ দিনে ইহার কুল কিনারা পাওয়া অসম্ভব। "ইছালে ছওয়াব" শেষ হওয়ার পর প্রায় দুই দিন আমি ফুরফুরা ছিলাম, তখনও দেখিয়াছি, টাকা আসে ও খরচ হয়। দেখিলাম, জমা খরচ ঠিক হইতে অনেক দিন লাগিবে। পীর ছাহেবের অপূর্ব্ব ত্যাগ শক্তি, অতি সচ্ছল অবস্থা এবং তাঁহার সমাজ ও ধর্ম্ম প্রাণতার প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝা যায়, এই টাকা যথার্থই সমস্ত সমাজের হিত কল্পেই ব্যয়িত হয়। "পীর ছাহেব "ইছালে ছওয়াব করিয়া অনেক টাকা পান," এই ধারণা মিথ্যা মনে করিবার নানা কারণ আছে। পীর ছাহেবের অসংখ্য মুরীদ আছে, টাকার লোভ থাকিলে তিনি বৎসর বৎসর ঐ সমস্ত মুরীদানের নিকট হইতে বহু সহস্র টাকা পাইতে পারেন। তিনি প্রতি বৎসর প্রচার কার্য্য উপলক্ষে, নানা জিলায় পরিভ্রমণ ও

যে সমস্ত মজলিশ করেন, টাকা লইলে তাহা হইতেও তিনি অনেক টাকা পাইতে পারেন। তদ্রুপ ইচ্ছা থাকিলে, তিনি সভা সমিতিতে প্রাপ্ত টাকা সেই দেশের মাদ্রাসা ইত্যাদিতে দিয়া যাইতেন না। তাহার আয় অনুসারে, খরচ অতি কম, বিশেষতঃ বিলাসীতা তাহার নিকটে প্রশ্রয় পায়না বলিয়া তাহার অভাব বোধও নাই। তিনি অভাব গ্রস্ত, বিলাসী ও রোজগারী পীর ছাহেব নহেন।

পীর—

আমরা এই গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে এযাবত বহুবার পীর শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা পীর শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন না, তাহাদের জন্য পীর শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া লেখা দরকার। পীর শব্দের অর্থ, বৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ, ধর্ম্মোপদেষ্টা, সদুপদেশ দাতা ও শিক্ষক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম, সমাজ নীতি ও নানা ব্যবহারিক বিষয়ে সৎশিক্ষা প্রদান করিতে পারেন, তিনিই আমাদের পীর। আমরা কার্য্য জীবনে নানা ঘটনার ঘাত প্রতি ঘাতে, নানা লোকের নিকট নানা শিক্ষা পাইতেছি, সুতরাং জগতে এক একজন মানুষের অনেক শিক্ষক অথবা পীর বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এদেশের শিক্ষিত মুসলমান সমাজের এক বিরাট অংশ, পীর শব্দের পূর্ব্বোক্ত রূপ অর্থ গ্রহণ

করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহাদের মতে "যিনি আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ও মুরীদগণকে খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত পথ দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পীর পদ বাচ্য। ইহাদের মতে কোন প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পন্ন সরিয়তের আলেম ও আধ্যাতিক শক্তিতে (যোগ-সাধনে) ক্ষমতাপন্ন না হইলে তিনি পীর উপাধি পাইতে পারেন না। এই জন্যই ইহারা বলেন, একজন উপযুক্ত পীরের দ্বারা উপদিষ্ট না হইলে কোন মানুষই মোক্ষ লাভে সক্ষম হয় না। অতএব ইহাদের মতে এই আধ্যাত্মিক পীর ছাহেবের প্রত্যেক উপদেশই অবশ্য পালনীয়—আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা ঐ দলের মত ততটা প্রবল ও শিক্ষিত নহেন। ইহারা বলেন, যিনি আমাদিগকে রোজা, নামাজ, কল্‌মা কালাম ইত্যাদি শরীয়তের বিষয় সমূহ শিক্ষা দিতে পারেন, তিনিই আমাদের পীর। বিরাট, বিশাল মুসলমান সমাজের ভিতরে ঈদৃশ নানারূপ পীর ও নানা শ্রেণীর মুরীদ আছেন। ইহারা নিজ নিজ নির্ব্বাচিত পীর দিগকে খুব মানিয়া চলেন।

এই পীর উপাধী—

আপামর মুসলমান সমাজে খুব গৌরবাত্মক পদ। পীরের উপরে মুরীদগণের প্রগাঢ় ভক্তি ও গভীর শ্রদ্ধার ভাব আছে। পীরের বাক্য মুরীদের কাছে বিনা বিচারে গ্রাহ্য, অবশ্য পালনীয় পীরের কোন মতামত সম্বন্ধে মুরীদের স্বাধীন ভাবে আলোচনা কি তর্কবিতর্ক করিবার কোন অধিকারই নাই।* হিন্দুদের গুরু

ইষ্ট দেবতার মত সাধারণ মুসলমান সমাজে ও পীরের আসন অতি উচ্চে। সরল প্রাণ ও ধর্ম্মান্ধ সাধারণ মুসলমানগণের পীরকে অদেয় কিছুই নাই। পীরের প্রত্যেক বাক্য ইহারা কলের পুতুলের মত 'হুবহু" প্রতিপালন করিয়া চলে। আমরা স্বদেশী আন্দোলন, ননকো-অপারেশন ও ভোটের ব্যাপারে লক্ষ্য করিয়াছি অনেক পীর ছাহেব ঐ ঐ ঘটনায় নিজ নিজ মুরীদগণকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন তাহারাও তখন বিনা বিচারে, বিনা আপত্তিতে অবিকল তাহাই করিয়াছে ও সেই মতেই চলিয়াছে।

এদেশে বর্ত্তমান সময়ে মুসলমান সমাজে প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীর পীর দেখা যায় যথা,—

(১) প্রকৃত পীর, (২) বংশজ পীর ও (৩) সনদী পীর।

যে পীর নিজের বিদ্যাবত্তা ও অপূর্ব্ব ত্যাগ এবং চরিত্রের বিমল মাধুর্য্য কি প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের দ্বারা মানব হৃদয়ে পীরের স্থায়ী ও গৌরব জনক আসন লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত পীর। আর যে সমস্ত পীর ছাহেব যোগ্যতার দিগ দিয়া পীরের তাদৃশ উপযুক্ত নহেন তথাপি, কোন দেশমান্য পীরের আত্মীয় কি বংশের লোক বলিয়া পীরত্ব সম্মানের দাবী করেন, তাঁহারা, বংশজ বা ওয়ারিশ দাবীর অথবা পরের দোহাই দেওয়া পীর। আর যে সমস্ত পীর পদ লোলুপ ব্যক্তি প্রকৃত পীর বা বংশজ পীর বা তাঁহাদের কোন ওয়ারিশ নহেন, অথচ কোন প্রকৃত বা বংশজাত পীর ছাহেব হইতে সেলামী দিয়া বা বিনা সেলামীতে

সনদ গ্রহণে পীর সাজিয়াছেন তাঁহাদিগকে সনদী বা উপ-পীর বলা যাইতে পারে। এই তিন শ্রেণীর পীরের সংখ্যা-বাহুল্যে, বিরাট মোস্‌লেম সাম্রাজ্য বিশেষতঃ ভারত ভূমি যেন আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এ দেশের এই পীর শ্রেণীর প্রায় পনর আনা অংশই, জাতীয় সমাজ শরীর শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। মাদ্রাসা মোক্তবের শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরজীবীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। যতদূর দেখা যাইতেছে বোধহয় ইহাদের শোষণের চাপে দরিদ্র মোস্‌লেম সমাজ বুঝি বা ভাঙ্গিয়া যায়।

পীর অথবা মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের খলিফা হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা দরকার, তাহা আলোচনা করার পূর্ব্বে, ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, উন্নত আদর্শ ও "খোলাফায়ে রাশেদিন"গণের চরিত্রের বিশেষত্ব আলোচনা করা আবশ্যক। এখন আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা করিবার জন্য চেষ্টা করিব।

ইস্‌লাম-ধর্ম্ম, ত্যাগ ও গরীবের ধর্ম্ম। একজন সহায় সম্পদ বিহীন দরিদ্র ব্যক্তিই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। এবং এই জগতের কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তিই প্রথমে এই সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ ও ইহার বিস্তার সাধন পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম, সত্য ধর্ম্ম বলিয়া, ও তাহার উপকরণ সাম্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেম ইত্যাদির সাহায্যে স্বতঃই

জগতে প্রচারিত হইয়াছে, ইহার প্রচার পক্ষে এই জন্যই ধনশালীর ধন ও শারীরিক শক্তির আদপেই প্রয়োজন হয় নাই; শুধু বিশ্বাসীগণের জীবন ও এই ইস্‌লামের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই শরীর ও ধন শক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। ধনের প্রাধান্য ও ধনীর শ্রেষ্ঠত্ব ইস্‌লামে কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বরং ধন হইতে বিলাসীতা, হিংসা, গর্ব্ব, ভোগ-লিপ্‌সা ও নানা অনর্থ জন্মে বলিয়া তাহা হইতে যতদূর সম্ভব নির্লোভ ও দূরে থাকিবার জন্যই, এই সত্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বারংবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দীনজন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও দরিদ্র দ্বারা প্রচারিত এবং সর্ব্বপ্রথম গরীবের গৃহীত ধর্ম্ম ইস্‌লামে সর্ব্বপ্রকার অপব্যয় আমোদ, প্রমোদ, আমিরী খাওন, আমিরী ধরণে চলন ইত্যাদি নানাপ্রকার বিলাসিতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ ঐ সমস্ত বৃথা কাজের দ্বারা সমাজ অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হয়। বিলাসিতা দ্বারা দরিদ্র সমাজ বাস্তবিকই ভীষণরূপে আহত হয়। এই জন্যই সমাজ শরীর হইতে এই বিষ ও সর্ব্বপ্রকার অপব্যয় নিবারণের জন্য ঐ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তাঁহার পরিচালক খলিফাগণ সক্ষম হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যদি নবী করিম ও তাঁহার আছহাবগণ, মুখে বিলাসিতা এবং অপব্যয়ের শত দোষ কীর্ত্তন করিয়াও নিজেরা তাহা করিতেন তাহা হইলে বিশ্বমানব

তাঁহাদিগকে বিশ্বাস ও তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রাহ্য করিত কি? তাঁহারা নিজেদের উপদেশ মত চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন বলিয়াইত তাঁহাদের চেষ্টায়, ইসলামের এতদূর উন্নতি হইয়াছে। নিজের সত্যানুরাগ, ধর্ম্মপ্রাণতা, অবিলাসিতা, সর্ব্বজীবে সমভাব ও নিরহঙ্কার গুণের দ্বারা জগতে যে কাজ হয় শত শত ওয়াজ ও বক্তৃতা দ্বারা তাহার শত ভাগের একভাগও হয় না।

অতএব আমাদের বর্ত্তমান সময়েও সেই দূর অতীতকালের স্মরণীয় খলিফাদের মত এমন যোগ্য প্রচারক চাই, যাঁহারা নির্লোভ, ত্যাগী, সমদর্শী, আত্মসংযমী, অবিলাসী ও অন্য চরিত্র সম্পদের অধিকারী। আমরা দেশময় অনুসন্ধান করিয়া যে মোস্‌লেম সুসন্তানকে ঐ সমস্ত গুণে বিভূষিত দেখিব, চিনা অচিনা জাতি বংশ বিচার না করিয়া সে বরণীয় পুরুষকেই সসম্মানে আমাদের খলিফা অথবা পীর বলিয়া মান্য করিয়া লইবই। যাহা হউক আমরা পীর মাওলানা আবুবকর ছাহেব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইয়া, বর্ণন প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্ম্ম তত্ত্ব ও তাঁহার স্থাপয়িতা এবং তদীয় প্রিয় খলিফাদের কার্য্য ও চরিত্র বিষয়েও কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম এই সঙ্গে আমরা পীর ছাহেবের সম্বন্ধেও কিছু বলিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

যাঁহারা পীর ছাহেবকে দেখিয়াছেন, কি চিনেন ও জানেন তাঁহারা আমার সঙ্গে একমত হইয়া একথা অবশ্য স্বীকার করি-

বেন যে, পীর ছাহেবের আচার ব্যবহার চলাচলন, খাওন পিয়ন ও পোষাক পরিচ্ছদ অতি সামান্য রকমের। তাঁহার পারিবারিক কি ব্যক্তিগত জীবনে কোনপ্রকার বিলাসিতা কি আড়ম্বরের লেশ মাত্রও নাই, তিনি অতি সামান্য অবস্থাপন্ন একজন আলেমের মত আনন্দের সহিত স্বেচ্ছায় সাদাসিদা জীবন যাপন করিয়া যাইতে-ছেন। বহুমূল্য উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া পরিভ্রমণ না করিলে লোকে পীর ও খলিফা বলিয়া মানে না ও সম্মান করে না যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহাদিগকে বলি তাঁহারা ফুরফুরার পীর ছাহেবের সামান্য পোষাক ও বিপুল সম্মান দেখিয়া তাঁহাদের মতের অসারতা উপলব্ধি করুণ। বহুমূল্য ও আড়ম্বর-ময় পোষাক পরিচ্ছদ মানুষকে বড় করিতে পারেনা, মানবের শ্রেষ্ঠতা প্রকৃত ত্যাগ শক্তি ও প্রগাঢ় ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। পীর ছাহেবের "ইছালে-ছওয়াবে" যোগদান করিয়া দেখি-লাম তিনি তাঁহার ছোট ছোট পুত্র সন্তান দিগকেও তাঁহার মত সাদাসিদা ও সামান্য প্রকার জীবন যাপনে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়া-ছেন; এত বড় ধনশালী ও দেশমান্য সৌভাগ্যবান পিতার সন্তান হইলেও তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ কি চালচলনে কোন প্রকার জাঁক জমক নাই। প্রায় পীর ছাহেবের মতই তাহারাও সামান্য পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সুখী! তাহারাও নিঃসঙ্কোচে সকলের সঙ্গে মনের সুখে প্রাণ ভরিয়া আলাপ ব্যবহার করিয়া বেড়ায়! প্রয়োজন মত তাহারাও মেহমানদের

খাতের দারিতে কত তৎপর! দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম পীরছাহেব তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনের পুণ্যময় আদর্শে তাঁহার পরিবারটীকে ও সুন্দররূপেই গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম পীরছাহেবের বাড়ী ঘরের ও কোন প্রকার জাঁকজমক কি ধুম ধাম নাই, পর্দ্দার ও নিরাপদতার জন্য বাড়ীর চারিদিকে সামান্য রূপে ইটের প্রাচীর আছে বটে কিন্তু বৈঠকখানার দেওয়াল ইটের হইলেও বাঁশের চালে খড়ের ছানি দিয়া সামান্য ধরণেই উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাঁহার আন্দর বাড়ীর সমস্ত ঘর গুলি ও ঠিক এই ধরণেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের খরচে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার বাড়ীকে অতি মনোজ্ঞ ভাবে সুন্দর, সুন্দর অট্টালিকায় সাজাইতে পারেন অথবা অবগত হইলাম তাঁহার মুরীদ গণের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা পীরছাহেবের অনুমতি পাইলে নিজ খরচে পীরছাহেবের বাটীকে উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে বিভূষিত করিয়া দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন তেমন লোকের বাড়ীর সামান্যাবস্থা দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, মানুষ যদি জিতেন্দ্রিয় হয় ও সাধনার অ[illegible] উচ্চস্তরে আরোহণ করে তবে তাঁহার আর কোন প্রকার পার্থিব ভেদই বোধ থাকে না।

আমি আর ও ২।৪ বার পীরছাহেবকে দেখিয়াছি, তাহা ক্ষণিক বক্তৃতামঞ্চে অথবা আসিতে যাইতে পথে। কিন্তু এবারকার মত তাঁহাকে নানাদিগ দিয়া, ভালরূপে দেখিবার ও জানিবার সুবিধা

আমার আর কখনও হয় নাই। এই জন্যই আমি 'ইছালে ছওয়াবে' যোগদান করিবার পর হইতে, আমার ফুরফুরা ত্যাগ করা পর্য্যন্ত, তীক্ষ্ণ ভাবে, তাঁহার প্রতি কার্য্যেই যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম, পীরছাহেব এক অভিনব ও আদর্শ চরিত্রের লোক, সামাজিকতার দিক দিয়াও তিনি একজন খুব প্রশংসিত ব্যক্তি তাঁহাকে একটীবার দেখিবার জন্য, তাঁহার কার্য্য ও অমীয় উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত, আজ অসংখ্য লোক তাঁহার দ্বারে উপস্থিত, তাঁহার বাড়ীতে আজ মহাসমারোহ ব্যাপার! এই অনুষ্ঠানের, এই ঘটনা রঙ্গালয়ের তিনিই নায়ক ও তিনিই প্রধান অভিনেতা। আমার বিশ্বাস ছিল এই সময়ে এই বৃহদ্ব্যাপার উপলক্ষে তিনি নিশ্চয়ই অন্যান্য স্থানের পীর ছাহেবদের মত মূল্যবান জরির পরদার আড়ালে, পীরের বিশেষ চিহ্নিত আসনে, বহুমূল্য পোষাকে বিভূষিত হইয়া গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট আছেন দেখিব। কিন্তু দেখিয়া অবাক হইলাম, পীর ছাহেব এই সময়ে ও ঐরূপ ইন্দ্রের পুতুলের মত বসিয়া নাই, তিনি তাঁহার সেই পূর্ব্বোক্ত মামুলী পোষাকে, সামান্য বিনামা পায়ে, হাসিমুখে মেহমানদের সেবায় কত তৎপর! যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রই হাজার হাজার লোক ভক্তিভরে প্রণত হয়, দেখিলাম আজ এখানে তিনিও এই ব্যাপারের অন্যান্য কর্ম্ম কর্ত্তাদের মত একজন "খাদেমল এছলাম" বই আর কিছুই নহেন। "ইছালে ছওয়াবের" প্রত্যেক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত উপযুক্ত লোক নিযুক্ত

থাকা সত্বেও, পীর ছাহেব যেন তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া প্রত্যেক বন্দোবস্ত ও সমস্ত কাজ কর্ম্ম নিজেই দেখিয়া বেড়াইতেছেন। মেহমানদের থাকা ও খাওয়ার সুবিধা হইল কিনা রান্না ও খাওয়ার কাজ রীতিমত চলিতেছে কিনা দোকানদারগণ বিক্রয় কাজে কোন প্রকার অন্যায়াচরণ করিতেছে কিনা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই, তিনি যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় ও পোষাক পরিচ্ছদের অভাবে, অচেনা লোকের পক্ষে এই সময়ে পীর ছাহেবকে চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। এমন একটী সম্ভ্রান্ত ও বিশাল সম্মিলনীর নেতৃত্ব করিতে হইলে যে যে সামাজিক গুণ থাকা আবশ্যক দেখিলাম পীর ছাহেবের তাহা পূর্ণ মাত্রায় আছে। এই সমস্ত সাংসারিক কাজেও তিনি যেন একাই এক শত জনের তুল্য। দেখিলাম দয়াময় খোদা-তালা তাঁহাকে সর্ব্বদিক দিয়াই বড় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন ভাবে নানা গুণে বিভূষিত না হইলে মানুষ কখনও দেশ পূজ্য ও খোদাতালার প্রিয় পাত্র হইতে পারেনা।

পীর ছাহেবের বাড়ীতে, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁহার তেমন লোক জন নাই, শুনিলাম তিনি নিজেই অনেক সময়ে পানি তুলিয়া কি পুকুর অথবা হাউজে যাইয়া অজু ও গোছল করেন। হাঁটিয়া চলিতে তিনি অন্য লোকের দ্বারা মাথায় ছাতি ধরাইবার পক্ষ পাতী নহেন। "ইছালে ছওয়াবের" সময়ে একরাত্রে দেখিলাম তিনি আমাদের

প্যাশেরই তাঁহার বৈঠক খানার এক সামান্য বিছানায় একখানা সাদা কাপড় গায়ে দিয়া মাদুরের উপরে ঘুমাইতেছেন। তাঁহার শয্যার মধ্যে সতরঞ্চি, বিছানার চাদর কি ভাল বালিশ ইত্যাদি কিছুই দেখিলাম না! ঐ সময়ে দেখিলাম, তিনি বাহির বাড়ীতেই সকলের সামনে খোলা স্থানে যে কোন কয়েক জন লোকের সঙ্গে একদস্তরে, একত্রে বসিয়াই প্রতি বেলা আহার করিয়াছেন। আর দেখিলাম কথা বার্ত্তার সময়ে প্রায়ই তিনি লোককে খুব ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিয়া কি অনেক সময়ে তাহাদের হাত ধরিয়া মিষ্টালাপ করেন। এইরূপে তাঁহার নানা ব্যবহারিক জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, ভিতরে বাহিরে তিনি বাস্তবিকই একজন অতি আদর্শ ও খাঁটি লোক তাহাতে সন্দেহ নাই।

গভীর জ্ঞান ও মনীষা—

পীর ছাহেবের শিক্ষা, দীক্ষা, প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি ও গভীর গবেষণা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন কারণ তাহা এদেশের প্রায় সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে বাস কি নানা কার্য্য দর্শন অথবা তাঁহার নানা বিষয়িনী উপদেশপূর্ণ ওয়াজ শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ইসলামধর্ম্ম-শাস্ত্রেও তাহার নানা ব্যবহারিক জ্ঞানে তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য কত বেশী ও মূল্যবান! কি গবেষণা ও অপূর্ব্ব যুক্তি বিন্যাসে নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি ধর্ম্মের ও

সমাজ তত্ত্বের জটিল জটিল সমস্যা গুলির সুমীমাংসা করেন তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়! সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ গুলি ও সমাজের হিতকর নানা জ্ঞাতব্য তথ্য, তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ! উহা গিরি নিঃস্রবের মত যেন অনবরত তাঁহার হৃদয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া সামাজিক নানা দুর্নীতি ও অশাস্ত্রীয় বহু ভ্রান্তমতকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। তাঁহার প্রত্যেক যুক্তি তর্ক গুলি কত অকাট্য, অনল বর্ষী উপদেশ সমূহ কত সারগর্ভ ও হৃদয় গ্রাহী! অটল অচল পর্ব্বতের মত তিনি বঙ্গীয় মোসলেম-ধর্ম্ম-রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়া ইহাকে কত আসুরিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাতৃভাষা বাঙ্গালায় তাঁহার খুব অধিকার থাকায় তিনি তাঁহার বক্তব্য গুলি সাধারণো বেশ গোছাইয়া বলিতে পারেন। এই জন্য তাঁহার উপদেশ শুনিতে মধ্যস্থ দোভাষীর দরকার হয় না। তিনি বসিয়া বসিয়া নয়, সুদীর্ঘ সময় ব্যপিয়া, দাঁড়াইয়াই ওয়াজ করেন। কোন প্রদেশের ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও সেই দেশে প্রচার কার্য্যে বহির্গত হওয়া যে কোন প্রচারকের পক্ষে অন্যায় ও দুঃসাহসের কাজ; সুখের বিষয় এই পীর ছাহেবের বেলায় সে দোষ দেওয়া আদৌ খাটেনা।

মত সংঘর্ষ—

ফুরফুরার পীর ছাহেবের কর্ম্ম জীবনের নানা দিগ আলোচনা করিয়া, আমাদের বিশেষ ধারণা হইয়াছে, মোস্লেম ধর্ম্ম ও

সমাজের উন্নতি বিধান ও সংস্কার কার্য্য সংসাধন জন্যই তিনি শুভ জন্ম লাভ করিয়াছেন। এরূপ সত্যের দূত ও কর্ম্মী ব্যক্তির জীবন, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ও বিঘ্ন-বিরহিত হইতে পারে না। জগতের অতীত নানা ধর্ম্ম প্রচারক ও বহুসমাজ সংস্কারক, যেভাবে ঘোর প্রতিরোধ ও ভীষণ মত-বৈষম্য হইতে অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও অনন্য যোগ্যতার প্রভাবে, নিজ নিজ সত্য মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ধরাতলে ধন্য হইয়াছেন, ফুরফুরার পীর ছাহেবকেও সংস্কারও প্রচার জীবনে তদ্রূপই আয়াস স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহাকেও মত বিভেদের তুমুল আন্দোলন, অনভিজ্ঞতা, স্বার্থ ও হিংসা জনিত তীব্র আক্রমণের মধ্য দিয়াই, প্রগাঢ় মনীষা ও সৎসাহস সহকারে বীরের মত নির্ভীক ভাবে অগ্রসর হইতেই হইবে। গন্তব্য পথে বাধা বিঘ্ন দেখিয়া, ভয় পাইলে চলিবে না। এরূপ প্রতিরোধই কর্ম্মী ব্যক্তির জীবনও মনীষাকে যশঃ মণ্ডিত ও জয়যুক্ত করিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস জগতে শিক্ষা ও সভ্যতার যতই বিস্তার লাভ ঘটিবে এই মতভেদও প্রতিরোধের ভাবও নিয়ত ততই বাড়িয়া যাইবে। ইহা নিবারণ করিবার উপায় ও সাধ্য নাই। যিনি ঈদৃশ মতভেদ দর্শনে ভীত কি কোপিত না হইয়া বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত সত্য ও জ্ঞানের বিমলালোকে উহার সুমীমাংসা করিতে পারেন মানব জগতে তিনিই ধন্য। এইরূপ নানা শ্রেণীর মতভেদ ও সত্য মিথ্যার বিরোধ সংঘর্ষে পড়িয়া, যুগে যুগে জগতের কত মহাপুরুষকে যে

কত প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ফুরফুরার পীর ছাহেবের ধর্ম্ম প্রচারও সংস্কারের নীতির বিরুদ্ধে, কোন কোন স্থানে যে বিরোধের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমন্ত মানুষের কর্ম্মময় জীবন, এভাবেই ধীরে ধীরে পরীক্ষা ও সফলতার দিগে ক্রমে অগ্রসর হয়। সমালোচনার কষ্টিপাথরে, বিচারের কঠোর ওজনে, মানবের কার্য্যের দোষগুণ বিশেষভাবে পরীক্ষিত না হইলে, তাহা নিশ্চয়ই বিশ্ববরণীয় হয় না। ফুরফুরার পীর ছাহেব মানুষ, ফেরেস্তা নহেন। মানব মাত্রই ভ্রম প্রমাদের অধীন-অভ্রান্তজীব জগতে নাই ; সুতরাং ঐ পীর ছাহেবের কোন প্রকার ত্রুটী লক্ষিত হইলেও তাহা তেমন অভিনব নয়। কারণ জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "তাঁহারাও কোন না কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদের অধীন ছিলেন।" তবে এস্থলে বিচার্য্য,— সমালোচ্য ব্যক্তির ত্রুটি বেশী কি অভ্রান্ততা অধিক। কঠোর সমালোচনা-পাল্লার ওজনে, যাঁহার গুণের পরিমাণ বেশী হইবে, তিনিই সকলের বরণীয় পুরুষ সন্দেহ নাই। এই ভাবে ফুরফুরার বর্ত্তমান পীর ছাহেবেরও ব্যক্তিত্ব ও কার্য্যাবলীর বিচার করিতে হইবে। অতএব তাঁহার গুণানুরাগী কি মুরীদগণের কোন ভয় কি অনুযোগের কারণ নাই। জীবন সংগ্রামের এই কঠোর পরীক্ষায় পীর ছাহেবের সসম্মানে বিজয় লাভ দর্শন করিবার জন্য আমরা উৎগ্রীব ভাবে অবস্থান করিতেছি।

ফুরফুরার পীরবংশ—

ইস্‌লাম ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান মতে বংশ মর্য্যাদাই কাহারও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে। ইস্‌লাম ব্যক্তিগত গুণের সমাদর করিতেই বিশ্ব মানবকে উপদেশ দিয়াছে; কেবল উত্তরাধিকারীত্বের নহে। এই জন্য আমরা কাহারও উপযুক্ততার বিচারের বেলায় শুধু বংশগত দাবী দাওয়ার তাদৃশ পক্ষপাতী কি সমর্থক নহি। তবে আলোচ্য ব্যক্তির উপযুক্ততার সঙ্গে তদীয় বংশাবলীও কিঞ্চিৎ বিচার্য্য হইতে পারে। সে জন্য আমরা অদ্য ফুরফুরার পীর ছাহেবের বংশাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছি।

খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মরহুম ছাহেবের ১৬শ বংশধর মাওলানা জেয়াওলহক নামক এক ব্যক্তি, ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে, ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগে, হিন্দুস্থানে আসেন। হিজরীর ৭০০ সনে তাঁহার ২য়পুত্র হাজী মাওলানা মনছুর, ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে; বঙ্গদেশে শুভাগমন ও হুগলী জেলায় কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া গ্রামে, স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। এই মোল্লাপাড়া গ্রামই— "ফুরফুরা" নামে পরিচিত। তখন তথায় একজন অত্যাচারী ও মুসলমানধর্ম্ম বিদ্বেষী হিন্দু রাজা ছিলেন। উক্ত মহাত্মা মনছুর ধর্ম্ম ও সমাজের হিতার্থে ঐ হিন্দু নরপতির সঙ্গে জেহাদ ঘোষণা করিয়া জয়ী হন। কিন্তু এই ধর্ম্মযুদ্ধে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ও বিশেষ বোজর্গ লোক

"শহিদ" হন! তাঁহাদের সমাধি স্থান এখনও ফুরফুরায়, বর্ত্তমান পীর ছাহেবদের দরজায়, অবস্থিত আছে। যাঁহারা ঐ "শহিদ" গণের ও সমাধি স্থানের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা প্রায়ই প্রতি বৎসর নিয়মমত ভক্তি পূর্ব্বক ইহা দর্শন ও "জেয়ারত" করিয়া থাকেন। স্মরণাতীত কাল হইতেই বিষয় গৌরবে, ফুরফুরা বঙ্গদেশে স্মরণ্য ও বরেণ্য হইয়া আছে। ঐ ধর্ম্ম যুদ্ধের পর মহাত্মা মনছুর, বঙ্গদেশের নানা স্থানে, ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অসংখ্য মুরীদ সংগ্রহ করেন। সেই হইতে এই বিখ্যাত বংশ, বঙ্গদেশে পীর বংশ বলিয়া সুবিখ্যাত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পুরুষানুক্রমে এই স্মরণ্য বংশে, নানা ধার্ম্মিক আলেম ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া, যুগে যুগে এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, 'পীর' বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। 'ফুরফুরার' বর্ত্তমান পীর ছাহেব এই পীর বংশের ঊনবিংশতিতম পুরুষ। তাঁহার পিতা হাজী, মাওলানা মোখ্তাহের মরহুম ছাহেবও একজন বিশেষ বোজর্গ ও কামেলপীর ছিলেন। খুব মনোযোগের সহিত ইঁহাদের বংশাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই পবিত্র ও স্মরণীয় পীর বংশ, সুদূর অতীতকাল হইতে এদেশে ইস্লাম ধর্ম্মের বিস্তার ও কল্যাণের জন্য, বিশেষ প্রাণপণ, এমনকি "জেহাদ"— পর্য্যন্ত করিয়া চিরকালের তরে মোস্লেম জাতির গভীর শ্রদ্ধা ও চির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

ফুরফুরার বর্ত্তমান পীর ছাহে[illegible] বংশের অনেক সন্তান ও

উজ্জ্বলরত্ন। প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, গভীর জ্ঞান ও বিলাস বিহীন নিষ্কাম সমাজ সেবার দ্বারা তিনি এই সম্মানিত বংশের পূর্ব্ব সুনাম আরও অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি ও নুরাণী চেহারা হৃদয় রঞ্জন ও গাঢ় ভক্তি ব্যঞ্জক। যেরূপ পরিণত বয়সে, মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি নানা সদ্গুণ ও ধর্ম্মভাব বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করে, পীর ছাহেব এখন সেই ব্যক্তিত বয়সে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে, তাঁহার সুখ স্বাস্থ্য ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিতেছি।

অদ্য আমরা সমাজের হিতকল্পে ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ক্ষুদ্র শক্তি হইয়াও ফুরফুরার পীর ছাহেব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। নানা কারণে এইরূপ আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ জীবিত ব্যক্তি সম্বন্ধে, কোন কথা বলিতে হইলে, খুব সতর্কতা গ্রহণ করা আবশ্যক। কেন না উহাতে নিন্দা, প্রশংসা, অতি রঞ্জন, কি তোষামোদের ভাব আসিবার আশঙ্কা আছে। পরন্তু জীবিত কর্ম্মী লোকের কার্য্যের সম্যক্ আলোচনা হইতেও পারে না, করিলে উহা অসম্পূর্ণই হইবে। যেহেতু ভাবীকালে, জীবনের রঙ্গভূমে, তিনি কি কর্ম্মাভিনয় করেন তাহাত ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে। অধিকন্তু আলোচিত জীবিত ব্যক্তির, কোন অন্যায় প্রশংসা কি বিদ্বেষ মূলক ত্রুটি ঘোষণা দ্বারা তাঁহার কি সমাজের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। পক্ষান্তরে জীবিত কোন কর্ম্মী লোকের যে গুণ ও আদর্শ ;— সমাজের

সাম্‌নে ধরিলে দেশের খুব উপকারের ও যে প্রকৃত ত্রুটির সরল ভাবে সত্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রচার করা দেশের পরম হিতজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, ধীর, নিরপেক্ষ, উদার ও নির্ভীক ভাবে তাহার আলোচনা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। ঐ কারণেই আমরা এস্থলে ফুরফুরার বর্ত্তমান পীর ছাহেব সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি, কেবল তাঁহাকে দেশের কাছে বড় কি ছোট করিবার জন্য নহে। অতএব তাঁহার অনুরাগী কি প্রতিবাদী উভয় শ্রেণীর লোকের নিকটই আমরা নিরপরাধ। উপসংহারে আমরা নিজ অজ্ঞতা, ভুল, ত্রুটি ও অক্ষমতার জন্য বারংবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

সমাপ্ত।